জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ৬ • ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের তাঁবুতে সেইসময় জায়ান্ট স্ক্রিনে চলছে ইনস্টিটিউটের প্রথম রেজিস্টার্ড তথা দিকপাল প্রশাসকের জীবনের লেখচিত্র। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছেন অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া তারকা ফুটবলাররা। বর্তমান ক্রীড়াক্ষেত্রের নানা কর্তারাও দেখছেন কীভাবে প্রদ্যুত দত্ত ভারতীয় ফুটবলে তাঁর নিজস্ব ছাপ রেখে গিয়েছেন। কোনও ক্রীড়া প্রশাসককে নিয়ে সাড়ম্বরে বই-এর উন্মোচন এর আগে ভারতীয় ফুটবল দেখেনি। ৪০ মিনিটের আস্ত একটা তথ্যচিত্রও বানানো হয়েছে তাঁকে ঘিরে, এমনকী পূর্ণাঙ্গ একটি ওয়েবসাইটও। 'লার্জার দ্যান লাইফ' বলতে যা বোঝায়, প্রদ্যুত দত্তের জীবনশৈলী ছিল এমনই। তিনি পুরোদস্তুর ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তো বটেই, তাঁর নিজেরও ভিন্ন আঙ্গিকের একাধিক ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি ছিলেন আদ্যন্ত একজন ফ্যামিলি ম্যানও।

যতটা না ব্যবসায়ী, ততটাই ছিলেন কিংবদন্তি ফুটবল প্রশাসকও। তিনি বাংলা ফুটবলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। কলকাতা ফুটবলে প্রথম স্পনসর আনা থেকে শুরু করে মহিলা ও নার্সারি লিগের প্রবর্তন, কিংবা খেলায় তিন পয়েন্ট ও এক পয়েন্টের প্রচলন তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে বাংলা ফুটবলের 'মাসিহা'।

সেদিনের অনুষ্ঠানে তাঁকে ঘিরে নানা স্মৃতিতে আচ্ছন্ন ছিলেন ছোট বড়, কর্তারা। প্রাক্তনদের একটা অংশ প্রদ্যুত দত্তের ব্যক্তিত্বের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁকে নিয়ে যে বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল, সেই ফুটবলের কাঞ্চনজঙ্ঘা জীবনীগ্রন্থে কলম ধরেছেন মোট ৫৬ জন লেখক। তাঁকে ঘিরে তথ্যচিত্রে রয়েছে মোট ২৯জন ফুটবলার, পরিবারের আত্মীয়, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ময়দানের কর্তাদের সাক্ষাৎকার। তারপরেও তাঁকে ঘিরে কথা শেষ হয় না। বহু প্রাক্তন ফুটবলার নিজের বক্তব্যে জানিয়েছেন, মহীরুহ প্রশাসক প্রদ্যুত দত্ত অকালে চলে না গেলে তিনি বাংলা ফুটবলকে উচ্চমার্গে নিয়ে যেতেন।

প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে বহুজনই স্বীকার করেছেন, তাঁর হৃদয় ছিল সমুদ্রের মতো। তিনি বহু ফুটবলারকে পিতৃস্নেহে বাড়িতে রেখে প্রথিতযশা ফুটবলার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিও হতে পারতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন অপূর্ণ থাকলেও রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় অংশ অনুষ্ঠানে হাজির থেকে বলেছেন, প্রদ্যুত বাবুর নির্ভিক মানসিকতা, তাঁর অকুতোভয় মনোভাব ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ময়দানে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি যে আইএফএ-র সর্বোত্তম সচিব, সেটিও মেনে নিয়েছেন প্রত্যেকেই। একটা সময় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সবুজ বাঁচাও আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তথ্যচিত্রে সেটি দরাজ কণ্ঠে বলেছেনও নেত্রী। প্রদ্যুত বাবুর দুই পুত্র অনির্বাণ দত্ত এবং অনিন্দ্য দত্ত ছাড়াও বইটির উদ্বোধন করেছেন তাঁর তিন ভাইপো, জর্জ টেলিগ্রাফের অধ্যক্ষ গোরা দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত দত্ত ও আরও এক শীর্ষ আধিকারিক অতীন দত্ত। বইটির সম্পাদক প্রদ্যুত দত্তের সহধর্মিনী মালবিকা দত্ত।